www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

# দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

সপ্তবিংশতি বর্ষ / Vol. - 27, Issue No. - 1 | প্রথম সংখ্যা, ২২ জানুয়ারী , ২০২২ / January 22, 2022 | ৮ই মাঘ, সনঃ ১৪২৮

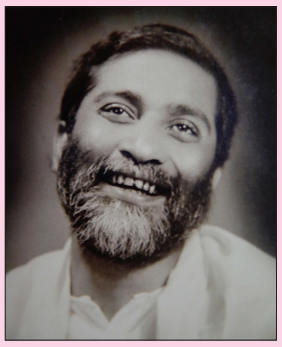

চেষ্টা কর সর্ব্বদা তদভাবে থাকতে। তদভাব অর্থাৎ তাঁহার ভাব। তিনি গুরু, তিনি ইষ্ট, তিনি মন্ত্র। মন যেন গুরু ও ইষ্ট মন্ত্র ডুবে থাকে। ভাসিয়ে দাও বাবা গুরু নামে। নিজেকে ভাসিয়ে না দিলে কিছুই পাবে না। সংসারকে অবহেলা করে সাধন ঠিক নয়। সংসার ঈশ্বরেরই দান। সুতরাং কর্তব্যে ত্রুটি করলে তিনি কখনই প্রসন্ন হবেন না।

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

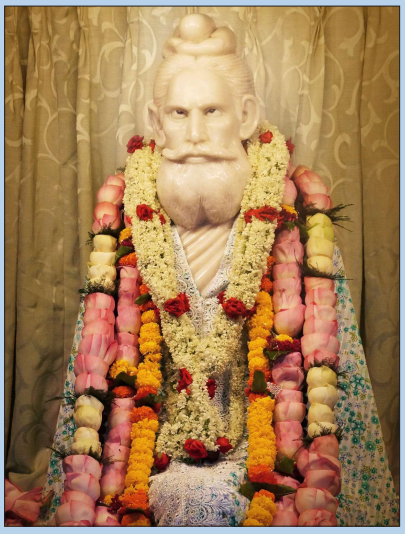

"বাক্যবাণ, বন্ধু-বিচ্ছেদ বাণ ও বিত্ত-বিচ্ছেদ বাণ এই তিনটি বাণ সহ্য করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যায়"

— পরমপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

## করুণা তব অবিশ্রাম

ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী বাবা বলেছেন বাবা লোকনাথ বড় দয়াল ঠাকুর। বাবাজী বলেন, বাবার কৃপার অন্ত নেই। বাবার যত দেবার ক্ষমতা আছে, আমাদের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যাব তবু বাবার দেওয়ার শেষ নেই।

বাবা লোকনাথ তো জন্মজন্মান্তর ধরে, অবিরত অপলক চোখে তাঁর ভক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আমার এই চর্মচক্ষু তাঁর দর্শন পেলো প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেও তাঁরই কৃপায়। তিনি বলেন আমি ধরা না দিলে আমায় ধরে কার সাধ্য। ছোট ছোট চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করেই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছি। যত তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছি, এবং বাবাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভেবে ধরতে চেয়েছি, বাবা তার থেকেও অনেক অনেক পা বেশী এগিয়ে এসে ধুলো ঝেড়ে আমাকে কোলে তুলে নিতে চেয়েছেন। বাবার ঐ পবিত্র কোলে বসতে গেলে শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কার ও কর্মের মলিনতা নিয়ে তো সেখানে বসা যাবে না।

প্রারব্ধের ফলস্বরূপ একের পর এক দুঃখ এসেছে জীবনে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বাবাজী মহারাজ বলেছেন, ভোগ করে নাও মা, প্রারব্ধর ভোগ বিনা ক্ষয় নেই। শ্রী গুরুর এই বাক্যকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করেছি। ফলস্বরূপ দেখেছি, সত্যিই সংসারের এই যাত্রা আমার একার নয়, আমার সাথে আমার গুরুদেব আছেন, আমার ইষ্ট দেবতা বাবা লোকনাথ আছেন। আমি কাঁদলে তিনি কাঁদেন। আমি আনন্দে থাকলে তিনিও আনন্দে থাকেন। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, যখনই অন্তর থেকে একবার আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে, ও বাবা তুমি কোথায় গো? আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা উত্তর দিয়েছেন, একটা শান্তি ও শীতলতার প্রলেপে বুকটা ভরে গিয়েছে। একটা ডাকও এমন হয়নি যা আমার বাবা শুনতে পাননি, কারণ তিনি যে অন্তর্যামী, চোখের পলক পড়তেও যে সময় লাগে, বাবার তাঁর শরণাগত সন্তানকে বুকে টেনে নিতে সে সময়ও লাগেনা। প্রথমে বাবার কাছে চেয়ে তাঁর কৃপা পেয়েছি, পরে না চাইতেও তাঁর কৃপা পেয়েছি। আর আজ তো জীবনটাই তাঁর কৃপার প্রসাদ হয়ে গেছে। আজ তো আমার জীবন আর বাবার কৃপা আলাদা নয়। তিনি ভেতরে বসে শ্বাস নিচ্ছেন তাই আমি শ্বাস নিতে পারছি। আমি যে তিনি ছাড়া নই-একথা বিস্মরণ হলেই জীবনে প্রকৃত সংকট হবে। গুরু ইষ্টের কোলে বসে তাঁদের চোখ দিয়েই যেন জগৎ সংসারের রূপ দেখি। তার জন্য এই যন্ত্রবৎ শরীর মনকে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। কখনও যেন এই যন্ত্রে আমিত্বের, কর্তৃত্বের জং না ধরে। এই যন্ত্রে জং ধরলে আমার গুরুদেব তা বাজাবেন কি করে? তাঁর যে কষ্ট হবে। সেই জন্য সদ্‌গুরু ভগবান লোকনাথের চরণে ভক্তের একটাই প্রার্থনা "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে, তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।'

*—— জয় বাবা লোকনাথ ——*

— কৃষ্ণা দত্ত

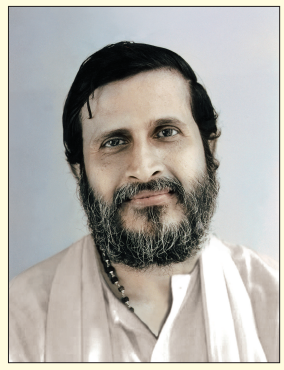

একমাত্র তোমার গুরু তোমার আপন। আর সব এই আছে এই নেই। এই ভালো এই মন্দ। এই সুখ এই দুঃখ। কেবল স্মরণ রাখো ইষ্ট-গুরু বৈ কেউ তোমার চিরকালের নন। তাই কি হবে, কি হবে করে অযথা সময় নষ্ট করো না। তাঁর চরণে সমর্পন করতে পারলে আর তোমার কোনো চিন্তা নেই, তুমি চির মুক্ত ছিলে, তাই আবার গুরু কৃপায় উপলব্ধি করো। জয় মা।

— শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

## আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

জয় গুরু, জয় বাবা লোকনাথ। পৃথিবীর অনেক অনেক মানুষের মতো আমিও কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে, জীবন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়ে এসেছি। জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে। কখনো ঠাকুরকে বলেছি, 'আমার সব দুঃখ মোচন করে একটা সুখী সংসার দাও।' উপকার না পেয়ে আবার ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলেছি, 'আমার এই জীবনটা শেষ করে দাও। পরজন্মে নিশ্চই একটা সুখী সংসার পাবো।' রাস্তাঘাটে কত সুখী দম্পতিকে দেখে ভেবেছি এরা কতো সুখী। আমার কেন এরকম হয় না। কতবার নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চিন্তা মাথায় এসেছে।

জীবনে এই ভাবে চলতে চলতে একদিন গুরুর আমার উপর কৃপা হলো। তিনি এসে আমারে হাত ধরলেন এবং নিয়ে গিয়ে বসালেন পবিত্র সৎসঙ্গের মাটিতে। আর হাতে দিলেন তাঁর কৃপা প্রসাদ 'মন চলো নিজ নিকেতনে' বইটি। বইটা পড়তে পড়তে মনে হলো এতেই আছে আমার মনস্ত রোগ নিরাময়ের ওষুধ। যেন আমার জন্যই সব লেখা হয়েছে। আর গুরুর কৃপায় প্রতি সোম শুক্র সৎসঙ্গে গিয়ে গুরুর জ্ঞান শুনতে শুনতে মনে হয় যেন অমৃত বারিতে স্নান করছি।

তাই বলে যে আমার জীবনপথ মসৃণ হয়ে গেছে তা নয়। এখনো জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা আসে। কদিন আগেই এরকমই একটা ঝড় কাটিয়ে নিজের অহংকারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তখন আরো বড় একটা ঝড় এসে ঝাপটা দিয়ে ফেলে দিল। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি গুরুকে ভুলে গিয়েছিলাম। তখন আমি গুরুর কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করলাম। আর গুরুকে অন্তর থেকে বললাম আমি আর চলতে পারছি না, গুরু তুমি এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চলো। আর বিস্ময়কর ব্যাপার, গত কাল সারাদিন ধরে আমি অন্ধকারে পথ খুঁজছিলাম আর যেই মুহূর্তে গুরুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলাম, গুরু এসে মুহূর্তের মধ্যে বিচার দিয়ে দুঃখের অন্ধকার থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন। সেই অনুভূতির মুহূর্ত আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তখন শুধু অন্তর থেকে গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেলো আর আনন্দে দুচোখ জলে ভিজে গেলো।

*জয় বাবা লোকনাথ*

—অপরাজিতা দে

## একটি বিশেষ ঘোষনা ২০২২

**আমাদের সকলের প্রিয় "দিব্যজীবন" পত্রিকাটির মুদ্রিত সংস্করণ আর প্রকাশিত হবেনা। এবার থেকে পত্রিকাটি পাওয়া যাবে শুধুমাত্র অনলাইনে। অনলাইন সংস্করণ লিঙ্কের জন্য চোখ রাখুন মিশন গ্রুপের মেসেজগুলিতে। মিশন অনুরাগী সমস্ত পাঠক, পাঠিকার সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা বরাবরের মতোই কাম্য।**

দিব্যজীবন সম্পাদিকা —মৌসুমী পাল

# সম্পাদকীয়

## ধর্ম, ঈশ্বর, ভাইরাস

মারণ ভাইরাসের আতঙ্কে শঙ্কিত মানবজাতি যখন গৃহবন্দি, তখন বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে কিছু কিছু লেখা নজরে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে- মন্দির, মসজিদ বন্ধ, কিন্তু হাসপাতাল খোলা অর্থাৎ মানুষ ধর্ম বা ঈশ্বরের নয়, ডাক্তারদের শরণাপন্ন হচ্ছেন, এই প্রসঙ্গেই কিছু কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

রোগীর কাছে ডাক্তাররা চিরকালই ঈশ্বর, অসুস্থ মানুষ একজন ভাল ডাক্তারের মধ্যে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ যেখানে নির্ভরতা, যেখানে বিশ্বাস, যেখানে কল্যাণ, যেখানে আরোগ্য, যেখানে আনন্দ- সেখানেই ঈশ্বরের মাধুর্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের কল্যাণকামী ইচ্ছা, আমাদের অহংবর্জিত স্বরূপের মধ্যে তো ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপটিরই প্রকাশ, শুদ্ধ অন্তরেই তো তাঁর অধিষ্ঠান। কে বলেছে, শুধু মন্দিরে , মসজিদে, গীর্জায় বা নির্দিষ্ট কোন জায়গায় তিনি আটকে রয়েছেন, কোন মহাপুরুষ কি একথা বলেছেন? ধর্ম বা ঈশ্বরকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি কেন আমরা? কেন বলছিনা, ওই হাসপাতালে যে হাতগুলো দিনরাত সেবা করে চলেছে, সেগুলো তাঁরই মঙ্গলহস্ত? ডাক্তারের মধ্যে তাঁরই আনন্দময়, কল্যাণময় রূপটি প্রকাশিত?

আসলে আমরা ঈশ্বরকে মানুষের থেকে আলাদা করে দেখতেই অভ্যস্ত চিরকাল। তিনি যেন একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা, কিছু কল্পিত মুর্তি তাঁর প্রকাশ, কিছু নির্দিষ্ট ভবনে তিনি অনড়, অচল হয়ে বসে প্রতিদিন পুজো নেন মানুষের কাছ থেকে, পুজো না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়েও ওঠেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন ভাবনা থেকেই তো জন্ম দেয় ধর্ম আর ঈশ্বর সম্পর্কে নানা স্থূল মন্তব্য। সমগ্র বিশ্বজগত যে তাঁরই প্রকাশ, তাঁর সচ্চিদানন্দময় রূপটি যে জগতের প্রতি অণু, পরমাণুতে বিধৃত সেকথা ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষেরা, যতই বলুন, আমাদের শুনতে বয়েই গেছে।

মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল মানুষ সর্বশক্তিমান নয়, হতে পারেনা, যদি তা হত তবে আণুবীক্ষনিক, অদৃশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বস্তুর ভয়ে এভাবে আতঙ্কের প্রহর আমরা গুনতাম না। মৃত্যুভয়ের চেয়ে বড় ভয় আর কি আছে? মৃত্যুভয়ে আমরা ভীত, কারণ জগতের কোনও ল্যাবরেটরীতে একটি হৃদস্পন্দন তৈরী করা যায়না, জীবদেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে প্রাণের খেলা চলছে প্রতিনিয়ত, তাকে সৃষ্টি করবেন কোন্ বিজ্ঞানী? অথচ এই আমরাই আমাদের অস্তিত্ব নাশ হতে পারে জেনেও নির্বিচারে গাছ কাটি, জলাশয় বুজিয়ে দিই, যথেচ্ছভাবে বায়ু ও শব্দকে দূষণ করি, মারণাস্ত্র আবিষ্কার করি, অন্য দেশের মারণাস্ত্রের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষাখাতে ব্যায় করি যা দিয়ে দরিদ্র দেশে বহু মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের আরও খানিকটা সুরাহা হতে পারত, যে অর্থ যেতে পারত কল্যাণকর কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষনায়, সমস্যা মানুষেরই তৈরী, হাতের বাইরে সেই সমস্যা যখন চলে যায়, তখন ঘরের কোনে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কি'ই বা করার থাকে!

নির্দিষ্ট একটি ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচা হয়ত সম্ভব, হয়ত আরও নতুন নতুন ওষুধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়ে চলবে নিরন্তর বৈজ্ঞনিক গবেষনার দ্বারা। কিন্তু মানুষের এত লোভ, এত ক্রোধ, এত প্রতিহিংসা, এত স্বার্থপরতার ভাইরাস যে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, তাকে ঠেকাবে কোন ওষুধ? জগতের কোনো ধর্ম কি এদের ছড়ানোর শিক্ষা দিয়েছে? পৃথিবীর কোন্ ধর্ম বলেছে অন্যকে মেরে একা বাঁচার চেষ্টা করতে? সভ্যতার আদিলগ্নে আমরা তো পেয়েছিলাম একটি নির্মল, দূষণমুক্ত পৃথিবী, বুদ্ধিমান, শক্তিমান মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারলো কই? ঈশ্বরের আনন্দময় রূপটিকে কবে আমরা নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করব? কবে আর বুঝবো যে, যা মানবতাবিরোধী, তাই ধর্মবিরোধী?

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, "ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয়ম শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্ ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকম্ ধর্ম লক্ষনম্" অর্থাৎ ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, চুরি না করা, পরিচ্ছন্নতা, ইন্দ্রিয় জয়, জ্ঞান, সত্যপালন আর অক্রোধ অর্থাৎ রাগ না করা- এই দশটি লক্ষণ যাঁর মধ্যে দেখা যাবে, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, এই ধর্মকে বাদ দিলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা- আমাদের প্রাণ সবল হোক, হৃদয় নির্মল হোক, দৃষ্টি স্বচ্ছ হোক, হৃদয় সংস্কারের আগাছা মুক্ত হোক, মন অভিমানশূন্য হোক, আর বলা বাহুল্য এ প্রার্থনার জন্য কোন মন্দির, মসজিদ বা গীর্জার প্রয়োজন নেই, "নিভৃত প্রাণের দেবতা" যিনি , তিনি হৃদপদ্মে বসে তা শুনে নেবেন।

**दीन, दरिद्र, असहाय मनुष्य के हाथ में जो दोगे वह मुझे मिलेगा, मैं ही उसे ग्रहण करूँगा.** *-- बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी*

Buried in the sand
At the river's edge
A tiny droplet of water
Listened to the whispers
Of the river's quiet journey
Life's rocky turbulence
Now and then a joyful calm
A burst of spring
and winding forest terrain
The boats ploughing on its calm
Silent bosom, the rhythm of the oar
Splash splash splash
Keeping a mesmerising beat
With the boatman's haunting strains
The sun's goden rays of warmth
The raging storm and wracking winds
Through it all the river
Knew only to constantly flow
On it's committed destination
Home to the mighty ocean
The tiny droplet listened
And time went by
in wrapt contemplation

In silence, In solitude,
waiting, yearning
Clouds appeared and lighting struck
the rain came down in sheets!
Touched the parched droplet
And carried it into the river's
Waiting bosom to flow
To the journey's end
Home to the infinite ocean!

*Shalini Nad*

# মিশন সংবাদ

## কোভিড পরিস্থিতিতেও অব্যাহত সুন্দরবন অঞ্চলে মিশনের সেবাকার্য

২০২০-২০২১ অর্থাৎ প্রায় দুটো বছর ধরে, গোটা বিশ্ব জুড়ে অতিমারীর আতঙ্কে গৃহবন্দী মানুষ, কিন্তু এই ভয়াবহ পরিবেশেও থেমে থাকেনি লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের সেবাকর্ম। সুন্দরবনের বিস্তীর্ন অঞ্চলে মিশনের সেবাকর্ম দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে, গতবছর লকডাউনে যখন চারপাশের জনজীবন ও স্বাভাবিক দৈনিন্দিন কাজকর্ম থমকে গিয়েছিল, তখনও মিশন অব্যাহত রেখেছে তার প্রতিদিনের বিশাল কর্মযজ্ঞ কোভিড বিধিকে মান্যতা দিয়ে, শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের স্বার্থে, বহুমুখী এই সেবাকর্মের মধ্যে রয়েছে বাচ্চাদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা, দাতব্য হোমিও চিকিৎসা, নরনারায়ন সেবা, গো সেবা এবং পরিবেশ পরিচর্যা।

সারা সুন্দরবন জুড়ে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন পরিচালিত প্রায় নব্বইটি স্কুল বর্তমানে রয়েছে, এর মধ্যে গোসাবা থানা এলাকায় ২২ টি, সন্দেশখালি ছানা এলাকায় ২৯ টি, হাসনাবাদ থানা এলাকায় ৯ টি, হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায় ১৯ টি এবং ন্যাজার থানা এলাকায় ১১ টি স্কুল রয়েছে, ৯০ টি স্কুলের মধ্যে ৮৯ টিতে নার্সারি থেকে ক্লাস ফোর এবং উত্তরডাঙা অঞ্চলের একটিমাত্র স্কুলে ক্লাস ফাইভ থেকে নাইন পর্যন্ত পড়াশুনোর ব্যবস্থা আছে, পড়াশুনোর সঙ্গেই চলে শিশুদের শরীরচর্চার ক্লাস। মাসে একদিন মিশন নির্ধারিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সমস্ত বাচ্চার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। শুধু স্কুলের শিশুরা নয়, ডাঃ বিভাস রায়ের দাতব্য হোমিও চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজস্র দরিদ্র মানুষ, মিশন পরিচালিত এই দাতব্য হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র গুলি ছড়িয়ে রয়েছে চারটি জায়গায়, হাসনাবাদ, চাউলখালি, দুলদুলি এবং গোসাবায়। এরমধ্যে প্রত্যেকমাসে হাসনাবাদে চারদিন, চাউলখোলাতে একদিন, দুলদুলিতে একদিন এবং গোসাবাতে একদিন ডাঃ রায় রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেন। মাসে প্রায় ৬০০ দরিদ্র মানুষ এই চিকিৎসার সুযোগ পান।

মিশনের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডও বিরাট, মোট ১১ জন মহিলা এবং একজন পুরুষ অর্থাৎ ১২ জন নেতা নেত্রীর দ্বারা পরিচালিত হয় সমগ্র কর্মকাণ্ড, একজন নেতা বা নেত্রীর অধিনে ১৫ টি করে গোষ্টী এবং এক একটি গোষ্টীতে ন্যুনতম ১০ জন করে সদস্য রয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষদের স্বাস্থের বিষয়ে সচেতন করার কাজ করে গেছেন এই গোষ্ঠীর সদস্যরা, নিয়মিত দেখাশোনা করেছেন মিশন পরিচালিত স্কুলগুলির।

আমফান এবং ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরন্য যার উপর নির্ভর করছে সুন্দরবনের অস্তিত্ব। মিশনের পরিচালনায় উত্তরভাঙা অঞ্চলে একটি ১১০০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬০ ফুট প্রশস্ত জমিতে ৭০০০ ম্যানগ্রোভ চারা লাগানো হয়েছে, বর্তমানে চারাগুলির দেখভালের দায়িত্বে আছেন মিশনের তরফে শ্রী নিতাই খাটুয়া।

মিশন পরিচালিত নরনারায়ণ সেবা মিশনের প্রাত্যহিক ক্রিয়ার অন্যতম একটি কর্ম।২০২১ এর ১লা জানুয়ারী থেকে এই শুভ উদ্যোগের সূচনা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সমস্ত মানুষের জমি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্তমানে নিতান্ত অসহায় দরিদ্র অবস্থা যাদের, সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা- এমন ৯৭ জন মানুষের প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে মিশন হাসনাবাদ থানার বাঁশতলি গ্রামে চলছে এই সেবাকর্ম। পথচলতি বহু দরিদ্র মানুষও এই নরনারায়ন সেবায় উপকৃত হন।

একদিনে মহামারী, অন্যদিকে মহাপুরুষ। বাবা লোকনাথের নামে শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নির্দেশে এবং দিব্য অনুপ্রেরণায় লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন এভাবেই কাজ করে চলেছেন নীরবে। প্রতিদিন দীর্ঘ পথ মোটরবাইকে অনায়াসে অতিক্রম করে মিশনের সমস্ত সেবাকর্ম যিনি গভীর আন্তরিকতা, দক্ষতা এবং আগ্রহের সঙ্গে দেখভাল করে চলেছেন সেই নিমাই বিশ্বাস মহাশয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের দূরদর্শিতা এবং অপার করুনার কথা উল্লেখ করে জানালেন যে বহু দরিদ্র মানুষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে মিশনের এই দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রদান তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। "কাজ চাই, কাজটা আমার নিকট বড়ই পেয়ারা"- বলেছিলেন বাবা লোকনাথ আর প্রতিনিয়ত বাবার বাণীকে অনুসরণের পথ দেখাচ্ছেন তাঁরই কৃপাধন্য সাধক শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন।

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and
Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**